TITBITS OF SME HISTORY

From ISED Small Enterprise Observatory

আরাধনার অপেক্ষায়।

পুজোর পরই নতুন বস্ত্রনীতি ঘোষণা করবে রাজ্য: মানস

‘কর্মা’ যজ্ঞ

—নিজস্ব চিত্র

আরাধনার অপেক্ষায়।

পুজোর পরই নতুন বস্ত্রনীতি ঘোষণা করবে রাজ্য: মানস

স্টাফ রিপোর্টার: পুজোর পর রাজ্যের বস্ত্রনীতি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যে বস্ত্রশিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও গত ৩৪ বছরে বাম সরকার সেই দিকে নজর দেয়নি। তন্তুজ সহ রাজ্যের মূল বস্ত্রশিল্প যা সমবায়ের ভিত্তিতে চলত তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। বুধবার রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন। তিনি জানান, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীরা জানেন না কোন পথে এলে এই রাজ্যে তাঁরা শিল্প স্থাপন করতে পারবেন। রাজ্যে এই শিল্পদ্যোগীদের জন্য একটি অ্যাডভাইসরি কমিটি ও টেক্সটাইল পার্ক করা হবে বলে তিনি জানান। ৩৪ বছরের বাম সরকারের আমলে রাজ্যে কোনও বস্ত্রনীতি ছিল না। ফলে উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপন করতে এলে সঠিক দিশা পেতেন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যে শিল্প বিষয়ক যে কোর কমিটি তৈরি হয়েছে সেই কমিটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীদের এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য পথ দেখাবে। মানসবাবু এদিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের এখানে ব্যবসা করতে কী সমস্যা হচ্ছে তা সবিস্তারে দফতরের সচিব অনুপকুমার চন্দ ও আমাকে জানান। আপনাদের সমস্যা গুরুত্বের সঙ্গে সমাধান করব। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে জমি, বিদ্যুতের দাম ও সড়ক যোগাযোগ নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে রাজ্য সরকার তা সমাধান করবে বলেও মানসবাবু এদিন আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, তৈরির জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে এই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা ছাড়া হোসিয়ারি শিল্পের উপর যে কর কেন্দ্র চাপিয়েছে সেই বিষয়টিও সমাধানের আশ্বাস দেন মানসবাবু।

মানসবাবু বলেন, বাম সরকারের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা সহ অনেক দায় মাথায় নিয়ে তাঁরা সরকারে এসেছেন। রাতারাতি গোটা সরকারের পরিবর্তন তাঁরা করতে পারবেন না। তবে ৩ মাস ১৪ দিনের সরকার হয়েও যে ধরনের সদর্থক ভূমিকা তাঁরা নিচ্ছেন, তা বাম আমলে হয়নি বলে মানসবাবু দাবি করেন। হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত, রেশমশিল্প, বস্ত্রশিল্প, খাদি সহ সব শিল্পে অগ্রগতি আনতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় রাজ্যের অংশ নেওয়া জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন। বলেন, সম্প্রতি বার্মিংহামে একটি মেলায় রাজ্যের হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্প যথেষ্ট কদর পেয়েছে। তবে সমবায় ভাবনাকে বাম সরকার যে ধ্বংস করে দিয়েছে সেই অভিযোগ করে তিনি বলেন, গত ৩৪ বছরে বাম সরকার সমবায় ব্যবস্থাকে কতটা ক্ষতির মুখে নিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ তন্তুজ ও তন্তুশ্রী। গুজরাত সরকার সমবায় করে ‘আমুল’ চালিয়ে দেশকে তাক লাগিয়ে দিল অথচ উত্তরবঙ্গে বাম সরকার ‘হিমুল’কে শেষ করে দিল।

অন্যদিকে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণশিল্পের সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে মানসবাবু বলেন, এই শিল্পেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীরা আসেন। কাজেই কৃষি বিপণন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সঙ্গে আমার দফতর সমন্বয় রেখে যাতে কাজ করে সেই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে। বণিকসভাগুলোর কাছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সহযোগিতার জন্য মানসবাবু এদিন আবেদন জানিয়েছেন।